মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৬৮৭

পর্ব-১১: হজ্জ (كتاب المناسك)

পরিচ্ছেদঃ ১১. প্রথম অনুচ্ছেদ - ইহরাম অবস্থায় যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

আরবী

وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ من الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

বাংলা

২৬৮৭-[১০] মহিলা সাহাবী উম্মুল হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসামাহ্ ও বিলাল (রাঃ)-কে দেখেছি তাদের একজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটনীর লাগাম ধরে রেখেছে আর অপরজন কাপড় উপরে উঠিয়ে রোদ্র হতে তাঁকে ছায়া দিচ্ছে জামারাতুল 'আক্বাবায় পাথর মারা পর্যন্ত। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ১২৯৮, আবূ দাঊদ ১৮৩১, আহমাদ ২৭২৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৫৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৪৯, ইরওয়া ১০১৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ) উম্মুল হুসায়ন (রাঃ) হলেন ইসহাক-এর কন্যা, মহিলা সাহাবী কিন্তু তাঁর নাম জানা যায়নি।

(رَأَيْتُ أُسَامَةَ) উসামাহ্ হলেন যায়দ ইবনু হারিসাহ্-এর সন্তান এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুক্ত দাস। (وَبِلَالًا) বিলাল হলেন রিবাহ্-এর সন্তান এবং আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর দাস। (وَأَحَدُهُمَا) মুল্লা 'আলী কারী বলেনঃ প্রকাশ থাকে যে, তিনি হলেন বিলাল। (وَالْآخَرُ) অন্যজন হলেন উসামাহ্। (يَسْتُرُهُ) অর্থাৎ- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা থেকে উপরে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ছায়া দিচ্ছিলেন।

(مِنَ الْحَرِّ) অন্য বর্ণনায় এসেছেন, (رافع ثوبه على رأس رسول الله ﷺ من الشمس) অর্থাৎ- তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সূর্যের কিরণ থেকে রক্ষা করার জন্য তার কাপড় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার উপর উঁচু করে ধরেছেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) আবূ উমামাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, আবূ উমাম তার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখছেন যে, (راح إلى منى يوم التروية والى جانبه بلال، بيده عود.....الخ)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারবিয়ার দিন মিনায় প্রস্থান করেন তার পাশে বিলাল ছিলেন তার হাতে একটি কাঠের লাঠি ছিল লাঠির উপর একট টুকরা কাপড় ছিল-এর মাধ্যমে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ছায়া দিচ্ছিলেন।

সুতরাং এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, মুহরিমকে কাপড় বা এ জাতীয় জিনিসের মাধ্যমে ছায়া প্রদান করা বৈধ চাই সে সওয়ারী হোক বা হেঁটে যাক- এটাই ইমাম আবূ হানীফা, শাফি'ঈসহ অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরামের মতামতের মতের স্বপক্ষে, উপরোক্ত উম্মুল হুসায়ন ও আবূ উমামার বর্ণিত হাদীসকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। তবে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, শুধুমাত্র নিচ দিয়ে হেঁটে গেলে ছায়া প্রদান বৈধ আছে। সুতরাং সওয়ারী অবস্থায় ছায়া দিলে ফিদিয়া দিতে হবে। তবে ইমাম আহমাদের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। তবে যদি কোন তাঁবুর নিচে বসে অথবা ছাদের নিচে বসে ছায়া গ্রহণ করে তাহলে তা জায়িয হবে- এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।

ছায়া গ্রহণ নিষেধ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ ও মালিক (রহঃ)-এর দলীল বায়হাক্বীতে ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীস, ''নিশ্চয়ই ইবনু 'উমার (রাঃ) একজন লোককে দেখলেন ইহরাম অবস্থায় সওয়ারীর পিঠে উঠে কোন কিছুর মাধ্যমে ছায়া গ্রহণ করছে ফলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, (اضح لمن احرمت له) অর্থাৎ- 'যার জন্য হারাম করা হয়েছিল তা বৈধ করলে'।''

'আল্লামা শানক্বীতী (রহঃ) বলেনঃ সামিয়ানা, তাঁবু গাছ, কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমে ছায়া গ্রহণ বৈধ, এতে সবার ঐকমত্য রয়েছে ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে গাছের উপর কাপড় লটকিয়ে ছায়া গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। 'আবদুল মালিক বিন মাজিশূন (রহঃ) সেটাকে গাছের উপর ক্বিয়াস করে বৈধ বলেছেন এবং এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য।

এ বিষয়ে সঠিক কথা হলো যে কোন অবস্থাতেই مطلقا তথা সাধারণভাবেই ছায়া গ্রহণ বৈধ উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত আর যেহেতু এ বিষয়ে সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট। সুতরাং তা আকড়ে ধরাই উৎকৃষ্ট সমাধান। সেটা বাদ দিয়ে কোন মুজতাহিদের কথার দিকে যাওয়া জায়িয হবে না। তিনি যত বড়ই জ্ঞানী হোন না কেন?

অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, (رافع ثوبه على رأس رسول الله ـ ﷺ ـ من الشمس) অর্থাৎ- ''সূর্যের তাপ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রক্ষা করার জন্য তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয়

কাপড় তাঁর মাথার উপর উঁচু করে ধরে ছিলেন।”

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ উমামাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত,

رأى النبي ـ ﷺ ـ (راح إلى منى يوم التروية وإلى جانبه بلال، بيده عود عليه ثوب يظلل به رسول الله ـ ﷺ ـ)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারবিয়ার দিন মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর পাশে ছিলেন বিলাল (রাঃ), তার হাতে একটি লাকড়ি ছিল যাতে একটি কাপড় ছিল, তা দিয়ে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ছায়া দিচ্ছিলেন।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মুহরিম ব্যক্তির মাথার উপরে কাপড় বা অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে ছায়ার ব্যবস্থা করা বৈধ আছে। এই মত পোষণ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ), আর অধিকাংশ ‘আলিমগণও এই দুই হাদীসের মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ- উম্মুল হুসায়ন ও আবূ উমামাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত)। আর আমি (মুবারকপূরী) মালিক ও আহমাদ (রহঃ)-এর মত হল, শুধুমাত্র অবতরণের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় মুহরিমের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা বৈধ নয়। ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি ছায়ার ব্যবস্থা করে তার জন্য কোন মুক্তিপণ দিতে হবে না। তবে যদি ছাদের নিচে অথবা তাঁবুর নিচে হয় তাহলে বৈধ রয়েছে।

ইমাম মালিক ও আহমাদ (রহঃ) দলীল গ্রহণ করেছেন, ছায়া নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম বায়হাক্বীর সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা, যা বর্ণনা করেছেন ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেনঃ ইবনু ‘উমার (রাঃ)-এর কথার দ্বারা যে জওয়াব দেয়া হয়েছে তাতে কোন নিষেধের প্রমাণ নেই। আর জাবির-এর হাদীসটি যা বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাক্বী, তা য‘ঈফ হওয়া সত্ত্বেও এ প্রমাণ বহন করে না যে, ছায়ার ব্যবস্থা করা নিষেধ। আর তাতে যা রয়েছে তা হল উত্তম।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেনঃ জাবির-এর হাদীসটি য‘ঈফ হওয়া সত্ত্বেও এতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। অনুরূপভাবে ‘উমারের কাজ ও কথার মাঝে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। যদি থাকত তাহলে উম্মুল হুসায়ন বর্ণিত হাদীসটিই তার ওপর প্রাধান্য পেত।

‘আল্লামা শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেনঃ মালিকীদের নিকটে মুহরিম ব্যক্তির মাথার উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা বৈধ নয়, যদি করে তাহলে ফিদিয়া দিতে হবে। আর এ ব্যাপারে যারা বলেছেন ফিদিয়া দেয়া আবশ্যক নয়, তাদের নিকটে এটাই সঠিক। আর উম্মুল হুসায়ন (রাঃ) বর্ণিত হাদীস যাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার উপর কাপড় দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এমতাবস্থায় তিনি পাথর নিক্ষেপ করছিলেন। অনুসরণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতই অধিক উত্তম। মালিকীদের নিকটে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য মুহরিম ব্যক্তি মাথার উপর কাপড় ঝুলাতে পারে।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57247

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন